বাতিঘর

এস, এম, জিয়াউর রহমান

বিকেল পাঁচটা। ওকলাহোমা সিটি ইউনিভার্সিটি।

এই মাত্র ক্যসিয়ার অফিস থেকে ফিরলাম। গিয়েছিলাম গ্রেজুয়েশন এপ্লিকেশন ও ফিস জমা দিতে। যে সব ছাত্র-ছাত্রী এই স্প্রিং ও সামার সেমেস্টারে লেখাপড়া শেষে সম্ভাব্য ডিগ্রী লাভ করতে যাচ্ছে এবং স্প্রিং সেমেস্টার শেষে যে গ্রেজুয়েশন ওয়াক অনুষ্ঠান হয় তাতে অংশ গ্রহন করতে চায় তাদের জন্য গ্রেজুয়েশন এপ্লিকেশন জমা দেওয়ার আজকে ছিল শেষ দিন। ওখানে গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল। খুব ক্লান্ত লাগছে এখন, আর পেরে উঠছি না।

আমার গ্রেজুয়েশন এপ্লিকেশন ফিস জমা নিতে গিয়ে ওখানকার একজন ক্যসিয়ার ক্লার্ক পাশের আরেকজন ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করলো, যদি কোন ছাত্র তার টিউশন ফিস পুরোপুরি পরিশোধ না করে তবে কি আমরা তার গ্রেজুয়েশন এপ্লিকেশন প্রসেস করতে পারি? প্রশ্ন শুনে লজ্জায় এবং ক্ষোভে মূহুর্তের জন্য আমার কান বন্ধ হয়ে গেল। উত্তরে পাশের ক্লার্কটি কি বলল ঠিক শুনতে পেলাম না। পরে আমি যে ক্লার্কের কাছে ফিস জমা দিচ্ছিলাম সে বলল, ওর কথাকে পাত্তা দিও না। মাথাটা ঠিক মত কাজ করছে না। তবে বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি যে পাশের ক্লার্কটি সোজাসুজি বা ভদ্র কোন উত্তর দেয়নি। দেওয়ার কথাও না। কারন গ্রেজুয়েশন এপ্লিকেশন ফিস জমা নেওয়ার শেষ দিনে এসে এই ক্লার্কটি এই প্রথম একজন ছাত্রকে পেল যে কিনা এই সেমেস্টার শেষে গ্রেজুয়েশন করতে যাচ্ছে অথচ তার টিউশন ফিস এখনো পুরোপুরি পরিশোধ করে নাই। তাও আবার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট।

আমি কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র। আমাকে বলে দিতে হবে না যে ক্লার্কটি কিভাবে জানলো যে আমার টিউশন ফিস এখনো পুরোপুরি পরিশোধ করা হয়নি। আবারো কম্পিউটার ব্যবহারের উৎকর্ষতায় ধাক্কা খেলাম। ক্লার্কটি কিছুক্ষণ কম্পিউটার ঘাটাঘাটি করে বলল, তোমার এপ্লিকেশন এখন আমরা নিচ্ছি, কিন্তু এর প্রসেসিং আগামী পনের তারিখ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে কারণ আগামী পনের তারিখ তোমার টিউশন ফিস জমা দেওয়ার শেষ দিন।

কথাতো সত্যি! আজ নয় তারিখ আর মাত্র ছয় দিন বাকি আছে টিউশন ফিস পুরোপুরি শোধ করার। কিন্তু টাকা কই? মার্চের পনের তারিখের দিনটিও একটি বর্ধিত তারিখ। প্রকৃতপক্ষে এই সেমেস্টারের টাকা জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। তখন এখানকার ক্রেডিট ম্যানেজারের সাথে বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারিখটি বাড়িয়ে নিয়েছিলাম। সে দিন সেও কি কম ভাল কথা শুনিয়েছে! সে সরাসরি বলে দিয়েছিল, টাকা না থাকলে দেশে ফিরে যাও। টিউশন ফিস পুরোপুরি দিতে না পারলে তোমার স্টুডেন্ট স্টেটাস থাকবে না। আর তাই তোমার স্টুডেন্ট স্টেটাস থাকতে থাকতে দেশে ফিরে যাও এবং পরে আবার সুবিধা মত সময়ে ফিরে এসো। মনে পড়ে গেল আমাদের স্কুলের একজন সহপাঠী বন্ধুর কথা। তখন এস, এস, সি, পরীক্ষার ফর্ম জমা দেওয়ার সময়। আমরা সবাই নির্ধারিত দিনে পকেটে টাকা নিয়ে গিয়েছি, স্যার ক্লাসের মধ্যে সব ছাত্রের হাতে ফর্ম দিয়ে দিলেন। কিন্তু ক্লাসে একজন নিয়মিত ছাত্র সেদিন অনুপস্থিত।

সেই সময় আমাদের স্কুলেও মেধাবী ছাত্রদের বিনা বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ ছিল। তবে সেই অনুপস্থিত ছাত্রটি আমার মত মধ্যম মানের ছাত্র হওয়ায় তার সে সুযোগ ছিল না। স্কুলে তার বেতনটি দেওয়া হতো একটি বিশেষ খাত থেকে, যার জন্য আমাদেরকে প্রতিমাসের বেতনের সাথে এক টাকা করে বেশী দিতে হতো। পনের বছর আগেকার ঘটনা খুব ভাল করে মনে নেই। তবে মনে আছে, সেই দিনের ক্লাসের শিক্ষক বলেছিলেন যে যদিও তোমাদের ফরম জমা দেওয়ার জন্য যে টাকা জমা দেওয়ার কথা ছিল, আমরা তার থেকে দশ টাকা করে বেশী নিচ্ছি। মূহুর্তেই ক্লাসে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো। স্যার আবার বলা শুরু করলেন, কারণ তোমাদের ক্লাসের একজন বন্ধু টাকা জোগাড় করতে না পারায় ফরম জমা দিতে পারছে না। তাছাড়া তারা দুই ভাই বোন এক সাথে একই বছর পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করায় আমাদের বিশেষ ফান্ডেও পর্যাপ্ত টাকা নাই। আমরা কেবল মাত্র একজনের ব্যবস্থা করতে পারি। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কারো এই বাড়তি টাকা দিতে অসুবিধা থাকে তাহলে আমাকে জানাতে পারো। আমরা সবাই বিনা বাক্যে নির্ধারিত টাকার চেয়ে বেশী টাকা দিয়ে দিলাম।

আর যারা সেদিন বাড়তি টাকা আনেনি তারা পরের দিন দিয়ে দিবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। এই শিক্ষকরাই তো আমাদের শিখিয়েছেন দশের লাঠি একের বোঝা। সেই শিক্ষাই বড় শিক্ষা। এস, এস, সি, পরীক্ষায় আমরা সবাই কমবেশী নম্বর পেয়ে পাশ ফেল করলেও ঐ দিনের পরীক্ষায় আমরা সবাই পাশ করেছিলাম।

কিন্তু আমার কি হবে? সাড়ে তিন হাজার ডলার! পনের বছর বয়সে লুৎফরের যে অবস্থা হয়েছিল, আজ ত্রিশ বছর বয়সে আমার সেই অবস্থা! সে সময় তার বাবা বিভিন্ন বাসায় গিয়ে গিয়ে কম বয়সী ছেলেমেয়েদের আরবী পড়াতেন। আর এখন আমার বাবা সরকারের স্বায়িত্ব শাষিত একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক পদ মর্যদার একজন কর্মকর্তা। তাকে কি বলবো টাকা পাঠানের কথা? গত সপ্তাহে ফোন করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন টাকা পয়সার কোন অসুবিধা আছে কিনা? কেন তখন উত্তরে হ্যাঁ বলি নাই? কেন তাকে বারবার আস্বস্থ করেছি যে টাকা পাঠানের দরকার নাই? বাবার কঠিন বিশ্বাস তার কাছে আমি কখনো মিথ্যা বলিনা বা কোন সত্য গোপন করিনা। তবে যদি তিনি আমার এই লেখাটা পড়েন?

এই সেমেস্টার শেষ হলে আমার আমেরিকায় আসার দুই বছর পুরো হবে। বিভিন্ন আত্নীয় স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে প্রথম বছরের পড়ার টাকা নিয়ে এসেছিলাম। ওগুলো শেষ হওয়ার পর গত সেমেস্টারের টিউশন ফিসের অর্ধেক টাকাও বাবা পাঠিয়ে ছিলেন। বাকিটা দিয়ে ছিলাম ক্রেডিট কার্ডের সর্বোচ্চ মাত্রায় ঘষা দিয়ে। তখন যে টাকা তিনি আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন তা প্রায় তার সারা বছরের বেতনের সমান। জানিনা কোথা থেকে তিনি এতগুলো টাকা জোগাড় করেছিলেন। তার বেতনের সব টাকা যদি তিনি আমাকেই পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি আমার বাকি চার ভাই-বোন ও মাকে নিয়ে কিভাবে গত এক বছর সংসার চালালেন? তবে কি বাবা?

হতেও পারে! কারন বর্তমানে তিনি যে পদে কর্মরত আছেন সে পদে থেকে উনিশকে বিশ করলে আমাদের চার ভাইবোনের সবাইকে তিনি আমেরিকায় পড়াতে পারবেন। আর দিনে দিনে আমাদের নৈতিকতার যে স্খলন হচ্ছে তাদের মধ্যে আমার বাবাও যে নেই তাই বা কে জানে? দেশের বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যে হতভাগ্য কর্মকর্তারা নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটিয়ে পুত্র-কন্যাদের পড়ালেখার জন্য অবৈধ ভাবে টাকা জোগাড় করছে তাদের মধ্যে কি আমার বাবাও একজন!

হয়ত আমার এই লেখা প্রকাশিত হবার পর আমার বাবার বিরুদ্ধে দূর্নীতি দমন কর্তপক্ষের কর্মকর্তারা কাজে নেমে যাবেন। হয়ত বের করে আনবেন তার সমস্ত দূর্নীতির কেঁচো। কিন্তু তারা কি সত্যিই পারবেন? কি ভাবে পারবেন? তাদের ছেলেমেয়েরা কি বিদেশে পড়ালেখা করে না? তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ কোথা থেকে আসে? তাহলে আমার বাবার কি দোষ? বাবা হলে কি সবাইকে কি এমন হতে হয়?

গ্রেজুয়েশন হয়ে গেলে দেশে ফিরে যেতে হবে। কিছুদিন পরে নির্বাচন হবে। হয়ত সরকার বদল হবে। প্রশাসন বদল হবে। বাবা হয়ত ফেসে যাবেন। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তার জায়গায় হয়ত স্থলাভিষিক্ত হবেন তার চেয়েও হতভাগ্য কোন কর্মকর্তা যার হয়ত আরো বেশী ছেলেমেয়ে বিদেশে পড়ালেখা করে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া চয়নিকা বইয়ের সেই নিজাম ডাকাত চরিত্রের মত বাস্তবে আমার বাবার সাথে দেখা করতে যেতে হবে জেল গেটে। সেখানেও নাকি দেখা করতে গোপনে কি কি সব করতে হয়। বাবাতো আমাকে এগুলো কখনো শেখায়নি। তাহলে আমি কিভাবে তার সাথে জেল গেটে দেখা করব? খুব অস্থির লাগছে।

হয়ত স্বপ্নই দেখছিলাম। তা না হলে লাইব্রেরীতে বসে কি আবোল তাবোল লিখছি? এক সহপাঠির প্রশ্নে ঘোর কাটলো। জিজ্ঞাসা করলো আজকের পরীক্ষা কেমন হয়েছে? ওর সাথে আজকে একটা গ্রুপ প্রজেক্ট নিয়ে দ্রুত আলাপ শেষ করতে হবে। আগামীকালই আবার দু'টো পরীক্ষা আছে।

বাবা যা করে করুক। হাজার হাজার ডলার খরচ করে এখানে লেখাপড়া করছি। আমার পরীক্ষায় খারাপ করা চলবে না। নতুবা বাবা আরো বেশী দুঃখ পাবেন। সেই ব্যাথায় তার কালো মুখটি হয়ে যাবে আরো বেশী কালো। তখন আর সেদিকে তাকানো যাবে না।

ওকলাহোমা সিটি
৯.৩.২০০১

বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের শিক্ষক ডঃ সালাম আজাদ ভাইকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ করছি। একজন প্রকৃত শিক্ষক। আমি তার ছাত্র না হয়েও এবং তার অনেক অসুবিধা সত্বেও যিনি নিজের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আমার ঐ সেমেস্টারের সম্পূর্ন টাকা ইউনিভার্সিটিকে পরিশোধ করে দিয়ে আমার ছাত্র জীবনের বন্ধুর পথকে মসৃন করেছেন।